ষাটজন মিসকিনকে এক সাথে খাদ্য দান কি জরুরী ? নিজ পরিবারভুক্তদের কাফ্ফারার খাদ্য দেয়া যাবে কি ?

﴿ هل يجب أن يطعم ستين مسكينًا دفعة واحدة؟ وهل يطعم أهله من الكفارة؟ ﴾

[বাংলা - bengali - البنغالية]

ইলমী গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

অনুবাদ : সানাউল্লাহ নজির আহমদ

সম্পাদানা : ইকবাল হোছাইন মাছুম

2010 - 1431

IslamHouse

﴿ هل يجب أن يطعم ستين مسكينًا دفعة واحدة؟ وهل يطعم أهله من الكفارة؟ ﴾

« باللغة البنغالية »

فتاوى اللجنة الدائمة

ترجمة: ثناء الله نذير أحمد

مراجعة: إقبال حسين معصوم

2010 - 1431

IslamHouse

ষাটজন মিসকিনকে এক সাথে খাদ্য দান কি জরুরী ? নিজ পরিবারভুক্তদের কাফ্‌ফারার খাদ্য দেয়া যাবে কি ?

প্রশ্ন : আমি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন রমজানে ইফতার করেছি, এখন ৬০ জন মিসকিনকে খাদ্য দান করতে চাই। প্রশ্ন : এক সাথে দান করা জরুরী, না প্রতিদিন ৪ বা ৩ জন মিসকিন খাওয়ানোর সুযোগ রয়েছে, আমার পরিবারভুক্ত কেউ যদি গরিব হয়, তাদেরকে খাদ্য দান কি বৈধ হবে? যেমন আমার মা ও ভাই বোন ?

উত্তর :
আল-হামদুলিলাহ
"বিশুদ্ধ মতানুযায়ী সহবাস ব্যতীত অন্য কোন কারণে রমজানে ইফতার করলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয় না। বরং জরুরী হচ্ছে তাওবা করা ও যেদিন ইফতার হয়েছে, তার কাজা করা। আর যদি সহবাসের কারণে ইফতার হয়, তবে তাতে তাওবা এবং কাজা উভয় জরুরী। কাফ্‌ফারা হচ্ছে একজন মুমিন গোলাম আযাদ করা। যদি তাতে অক্ষম হয়, লাগাতার দু'মাস সিয়াম পালন করা। যদি তাতে অক্ষম হয় তবে ষাটজন মিসকিনকে খাদ্য দান করা।
যদি গোলাম আযাদ বা লাগাতার ষাটটি সিয়াম পালন করতে অক্ষম হয়, তখন ষাটজন মিসকিনকে একসাথে খাদ্য দান করা যাবে, আবার সাধ্যমত কয়েকধাপেও খাদ্য দান করা যাবে। তবে ষাটের সংখ্যা পুরো করা জরুরী। উর্ধ্বস্তন কিংবা অধস্তন নিজ বংশের কাউকে তা প্রদান করা বৈধ নয়। উর্ধ্বস্তন যেমন : পিতা-মাতা, দাদা-দাদী। অধস্তন যেমন : নিজ সন্তান, সন্তানের সন্তান পুরুষ কিংবা নারী।"

সূত্র :
ফতোয়া লাজনায়ে দায়েমা
শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুলাহ বিন বায
শায়খ সালেহ আল-ফাওজান
শায়খ আব্দুল আযীয আলে শায়খ
শায়খ আবুবকর আবু জায়েদ
ফতোয়া লাজনায়ে দায়েমা : দ্বিতীয় ভলিউম : (৯/২২১)